কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক

কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এজন্য জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রে যথার্থ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আপসহীন সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। আপসহীন ভাবে এই সংগ্রাম পরিচালিত করতে না পারলে কমিউনিস্ট চরিত্রের বিকাশ যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিপ্লবী কর্মক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কর্মীদের সতর্ক করেছেন।

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' — এ কথাটা বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা বলেছিলেন। কিন্তু, এই বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কিছুদূর এগিয়ে ঐতিহাসিক কারণেই শোষণ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাধ্য হলেন এবং তার ফলে মানবতাবাদ আর বেশিদূর এগোতে পারল না। সাম্যবাদ এই মানবতাবাদ বা বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেয়ে মহৎ ও উন্নততর আদর্শ।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা

বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা এক সময়ে সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু, তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত অহম্ (যেটা যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মিথ্যা মর্যাদাবোধ) ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ — এগুলোকে বিসর্জন দিতে পারেননি। এগুলো মিশেছিল তাঁদের সমাজবোধের, সামাজিক কল্যাণবোধের ও আদর্শবাদের সঙ্গে, যেমন করে সোনার সঙ্গে খাদ মিশে থাকে। সামাজিক কর্তব্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থবোধের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে তারা চলবার চেষ্টা করে ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী যতটা এগোবার তাঁরা এগিয়েছেন। কিন্তু, ওই

ফাঁকিটুকুর জন্যই মানবতাবাদের অনেক ঘোষিত উচ্চ নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আজকের যুগে সকল মানবতাবাদীরাই মুখ থুবড়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতে পর্যবসিত হয়েছেন। আজ আর জনগণের দুঃখদুর্দশায়, তাদের আন্দোলনে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন না।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের শেষ, সাম্যবাদের শুরু

মানবতাবাদী নীতি-নৈতিকতা ও ভগ্নাবশেষের ওপরেই সাম্যবাদী নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ও বিকাশলাভ করে। **বুর্জোয়া মানবতাবাদের যেখানে শেষ, সাম্যবাদের সেখানে শুরু।**

সাম্যবাদী হতে হলে ব্যক্তিস্বার্থবোধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। যে হাসিমুখে, নির্দ্বিধায়, স্বেচ্ছায় এবং নিঃশর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে, একমাত্র সেই যথার্থ কমিউনিস্ট হতে পারে। সেই যথার্থ সাম্যবাদী হতে পারে — যার মানবতাবোধ ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, একে অপরের সঙ্গে খাদ হয়ে মিশে নেই, যে নির্দ্বিধায় ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে শিখেছে এবং তা পারে হাসিমুখে। সবাই তা পারে না। যে পারে সেই কমিউনিস্ট হওয়ার যোগ্য। সেই কমিউনিস্ট হওয়ার সম্মান অর্জন করে। সেই যথার্থ ও খাঁটি কমিউনিস্ট হতে পারে। যারা ব্যক্তিস্বার্থবোধ পরিত্যাগ করতে পারেনি, সমাজপ্রগতিতে নির্দ্বিধায় ও নিঃশর্তে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না — তাদের কমিউনিস্ট নাম নেওয়া হল মিথ্যা অহঙ্কার। সত্যিকারের কমিউনিস্ট তারা নয়। তারা বড়জোর 'assumed' — অর্থাৎ, ধরে নেওয়া কমিউনিস্ট। বড়জোর কমিউনিজমের চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু চরিত্র কমিউনিস্টের মতো নয়। ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্রে, আচারে, রুচিতে, নীতি-নৈতিকতায় ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট তারা নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, আচারে, রুচিতে ও নীতিনৈতিকতায় তারা তখনই কমিউনিস্ট, যখন তাদের এই সমস্ত কিছুই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অহমবোধ থেকে মুক্ত। তখন তারা পুরোপুরি ক্লাস ওয়ান — অর্থাৎ, প্রথম সারির কমিউনিস্ট। তাহলে প্রথম সারির কমিউনিস্ট হতে হলে মানবতাবাদীদের সমস্ত গুণাবলি ও মূল্যবোধকে নিঃশেষ করে দিতে হবে ও মানবতাবাদীরা যেটা পারেনি, যেখানে অকৃতকার্য হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে বা পিছিয়ে পড়েছে — সেই সীমাটা পার করে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে।···

সর্বাগ্রে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী করার প্রয়াস না করে অপরকে কী করে বিপ্লবী হওয়ার কথা বলা যায়

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। এইসব assumed কমিউনিস্ট নেতা পরিবারের মানুষকে বিপ্লবী করতে পারবেন কি না সেটা অন্য কথা — কিন্তু, তাঁরা নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের বিপ্লবী হওয়ার কথা বলার আগে অপরের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী হতে বলেন কী করে? না-খাওয়া ঘরের ছেলেমেয়েদের এরা ডাক দিচ্ছেন তাদের মা-বাবার কথাও না ভেবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। অথচ, নিজেদের স্ত্রী-পরিবারের কথা এরা না ভেবে পারেন না। নিজের ছেলেমেয়েকে 'কনভেন্টে' বা পাবলিক স্কুলে পড়াবার কথা না ভেবে পারেন না। নিজের ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার করার কথা না ভেবে পারেন না। তাহলে পরিবারের মানুষগুলোকে বিপ্লবী করার প্রচেষ্টার ফল কী দাঁড়াবে? এ সংগ্রামটাও তো কোনও দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাহলে, বিপ্লবের সংগ্রাম কি কেবল মাঠে-ময়দানে লোক খেপাবার জন্য? যদি তাঁরা যথার্থ মার্কসবাদী হন, যথার্থ বিপ্লবী হন, তাহলে এ সংগ্রাম তাঁরা পরিহার করে চলেছেন কেন?

কারণ, আমরা সাফল্যলাভ করি বা না করি, নিজেদের আত্মীয়-পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস আমাদের করতেই হয়। এর ফলে হয়তো পরিবারের লোকগুলো তাদের নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল ভাল বিপ্লবী কর্মী হবে। কিন্তু, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, তারা সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী তো দূরের কথা, একজন সাধারণ কর্মী বলতে আমরা যা বুঝি তাও হয়ে উঠল না, তখন পাছে কমরেডদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে তার জন্য হয়তো কেউ তার স্ত্রীকে একটা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি খাড়া করে সেখানে তার একটা সদস্য করে রাখেন, যেন তিনি ওই ফ্রন্টে কাজ করছেন।

হয় বিপ্লবী তার পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবেন, আর নয়তো তাদের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটবে — এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনও রাস্তা নেই

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা কী বলে? একজন মার্কসবাদী, স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ককে কী দৃষ্টিতে দেখবে? এটা কি সত্য নয় যে, পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনকী তাদের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করবে?

সুতরাং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হল, বিপ্লবী নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গদানের ক্ষেত্রে বিপ্লবীর লক্ষ্যবস্তু কী হবে? হয় বিপ্লবী তাকে সবসময় বিপ্লবী করার চেষ্টা করে এবং তার ফলে অবিপ্লবী চরিত্রটির উপর বিপ্লবী সংস্কৃতি ও ভাবনা-ধারণার প্রভাব বর্তায় এবং সে উদ্বুদ্ধ হয়। যদি বর্তায়, তাহলে সে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে আসে। আর যদি না বর্তায়, তাহলে তার সঙ্গে বিপ্লবীর সম্পর্ক — সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, সেরকম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। তাদের মধ্যে কোনওরকম ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, অবিপ্লবীর সঙ্গে যদি ভালবাসার সম্পর্ক চলতে থাকে, তাহলে অবিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

কথাটা একটু বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন বিপ্লবী, কিন্তু অপরজন বিপ্লবী নন। এ অবস্থায় তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদান যদি চলতে থাকে, তাহলে ফলটা কী দাঁড়াবে? বিপ্লবী যদি তাকে বিপ্লবী করতে না পেরে থাকে, তাহলে বিপ্লবী আজ হোক বা কাল হোক অধঃপতিত হতে বাধ্য। কারণ, কেউ কাউকে প্রভাবিত করছে না — দু'জন দু'জায়গায় বসে ভালবাসার আদান-প্রদান করছে — কোনও সংস্কৃতি কোনও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে না — এ তো মার্কসবাদ নয়, কোনও বিজ্ঞানই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও শাস্ত্রেই এটা পড়ে না। এর একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে নেতা তার যৌন সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি অমার্কসবাদী হওয়ার জন্য বাইরের মাঠে-ময়দানে 'বিপ্লবী', অথচ ব্যক্তিগত, রুচিগত, যৌনগত, ভালবাসা সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নে তিনি পেটিবুর্জোয়া, বুর্জোয়া, অথবা একজন নোংরা চরিত্রের ব্যক্তি — এটাই। যে বিপ্লবী পরিবার-পরিজনকে বিপ্লবী করতে পারলো না, তার তো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার কথা। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন....।

এই সমস্ত নেতারা, পার্টি ও বিপ্লব থেকে আলাদা একটা ব্যক্তিগত জীবন বজায় রেখে চলেন। এখানেই আপত্তি। এই কারণে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, এত দুর্বল। কেউ কি দেখাতে পারবেন যে, বিশ্বের কোনও বড় কমিউনিস্ট নেতা — যিনি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন (those who dared to lead revolution) — তাঁর পরিবারকে প্রভাবিত করতে পারেননি, অথচ পরিবারের সঙ্গে জীবন যাপন করেছেন? না। হয় তাঁরা তাঁদের পরিবারকে প্রভাবিত করেছেন, নাহয় তাঁদের পরিবারের সাথে বেদনাময় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছে। তাঁদের কাছে এছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। হয় তাঁরা

পরিবারকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের বিপ্লবের অনুগামী করে তুলেছেন — তা সে যে স্তরেই হোক না কেন — আর নয় তো পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সহাবস্থানের কোনও উদ্ভট তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করেননি।

শুধুই বুদ্ধি দিয়ে মার্কসবাদ বুঝলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা রস ও আবেগের স্তরে পৌঁছয়, ততক্ষণ তা চরিত্রকে প্রভাবিত করে না

সকল মার্কসবাদী, সকল জ্ঞানী-গুণী তাত্ত্বিকই এ কথাটা ভাল করে জানেন যে, হৃদয়বৃত্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা মানুষের সংস্কৃতি ও চরিত্রের উপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। যদি কেউ শুধুই বুদ্ধির সাহায্যে বিপ্লবী তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং রস ও আবেগের স্তরে তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হন, তাহলে সে তত্ত্ব তার চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না — তা তিনি যতই বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন না কেন। এগুলো তখন বুদ্ধির উপরের স্তরে সাজানো থাকে মাত্র, লেখার জন্য, বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বা আলাপ-আলোচনা করার জন্য — কিন্তু, চরিত্রকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে কোনও কাজে আসে না।

যে কেউ বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে পারে, কিন্তু তা তখনই তাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তার জীবনকে পাল্টে দিতে পারে, যখন সে তত্ত্ব রস ও আবেগের আকারে তার ভেতরে প্রবেশ করে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মান-অভিমান — এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুন্দর ও উন্নত হৃদয়বৃত্তি। এ যেমন মানুষকে বড় করে, মহৎ করতে সাহায্য করে, আবার এ মানুষকে নিম্নগামী করে, অধঃপতিত করার রাস্তায় নিয়ে যায়।

হয় বিপ্লবী তাঁর চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের উন্নত ও অনুপ্রাণিত করবেন, নয়তো তিনি নিজে অধঃপতিত হতে বাধ্য

বিপ্লবীর সঙ্গে (অপর কারোর) বন্ধুত্ব, বা হৃদয়াবেগ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার বা যৌন সম্পর্কের আদান-প্রদানের অর্থ হল, বিপ্লবী সংস্কৃতির ভাবনা-ধারণা, রুচি-রসবোধ এগুলো আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অপরের মধ্যে গিয়ে বর্তাবে তার বুদ্ধিকে টপকে। এর জন্য তো বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। মেলামেশা, আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে, রসের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে, হয় বিপ্লবীর রসানুভূতি, ভাবনা-ধারণা, সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করবে, আর তা না হলে, বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, — বুদ্ধি দিয়ে কেউ স্বীকার করুন বা না

করুন — তার অজ্ঞাতসারেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি, মানসিকতা, স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ধারণা, রসবোধ, যেগুলো অপরের মধ্যে রয়েছে, যার সঙ্গে বিপ্লবীর এই কারবার — তা সে তার স্ত্রী, বোন, বা পুত্র-কন্যা যেই হোক না কেন — সেগুলো তার অজ্ঞাতসারে তার চরিত্রের উপর, তার স্বভাবের উপর, তার রসবোধ ও নীতি-নৈতিকতার ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

অর্থাৎ, হয় বিপ্লবী তাদের প্রভাবিত করবেন, আর নয়তো তারা বিপ্লবীকে প্রভাবিত ও অধঃপতিত করবে। কেউ কাউকে প্রভাবিত করবে না — সেটা কখনও হয় না। এটা অবশ্যই হতে পারে যে, একটা সংগ্রাম থেকে দু'জনে দু'দিকে ছিটকে গেলেন। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনও মানসিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু, মানসিক সম্পর্ক আছে, আবেগ আছে, মান-অভিমানও আছে, ঝগড়াও আছে, মিলও আছে, অথচ কেউ কাউকে প্রভাবিত করছে না — এটা কী? এটা কি বিজ্ঞান?

আবার, বিপ্লবী যদি অপরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম না হন, অপরে নিশ্চয় তাকে প্রভাবিত করবে। মোটা অর্থে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, এই প্রভাব এমনকী বুদ্ধিবৃত্তির ওপরও বর্তায়। অনেক সময় আমরা বুঝতে সক্ষম হই না, কী কারণে প্রখর বোধশক্তি, জ্ঞান ও মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা যথেষ্ট ক্ষুরধারসম্পন্ন হয় না। বস্তুত, এটাই তার কারণ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন মানুষ যার ত্যাগের সীমা-পরিসীমা নেই, যার মধ্যে ঐকান্তিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবোধ ও বিপ্লবের প্রতি একনিষ্ঠতার অভাব নেই — এমন একজন মানুষ, সচেতন মানসিক ক্রিয়ার দিক থেকে যার মধ্যে এর কোনটারই অভাব নেই — যে কঠিন পরিশ্রমী, যার মধ্যে বোধশক্তির একটা গড়পড়তা মান রয়েছে, এমন একটা স্তরে রয়েছে, যে স্তর থেকে বুদ্ধিবৃত্তির যে কোনও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু, এত কিছুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও ক্ষুরধার বোধশক্তির অভাব ঘটে।

অর্থাৎ কিনা, যত সূক্ষ্মই হোক, একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। এমনকী যদি নিজেকে অধঃপতনের হাত থেকে মুখ্যত রক্ষা করতেও পেরে থাকি, রুখতে পারব না আমার চিন্তার বিকৃতি, ধরতে পারব না কোথায় এবং কেন বুদ্ধির জট সৃষ্টি হচ্ছে আমার মধ্যে, এবং কী কারণে আমার বোধশক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতার উত্তরোত্তর বিকাশের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং বিপরীতে আমার রাজনৈতিক কর্মক্ষমতাও — যদিও আমি সবসময় রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত

রয়েছি — আমার হাত থেকে কিছুটা কেড়ে নিচ্ছে। এবং পরিণামে একদিন এ চরম অনিষ্ট ঘটাতে পারে। কারণ, 'চিরকাল আমি জনসাধারণের মধ্যে থেকেছি, বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে রয়েছি এবং চিরকালই আমি একজন লড়াকু, সুতরাং আমার অধঃপতন ঘটতে পারে না, বিচ্যুতি ঘটতে পারে না' — এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, একেবারেই ঠিক নয়।

আবার, এরকম স্তরের কোনও মানুষের বিচ্যুতি ঘটলে, একটা সোজা যুক্তি অনেক মার্কসবাদী দিয়ে থাকেন — কোনও মানুষই অভ্রান্ত নয়। যেহেতু, যে কোনও মানুষেরই বিচ্যুতি ঘটতে পারে, সেই কারণেই লিউ শাও-চিরও বিচ্যুতি ঘটে গেল — এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু, জীবনভর বিপ্লবের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পতন কেন ঘটে — ভেবেছেন কি? বহুদিন বিপ্লবী ছিলেন ট্রট্স্কি, বিপ্লবী ছিলেন বুখারিন ও লিউ-শাও-চি। একথা কেউ বলতে পারবেন না যে, বিপ্লবকে এরা চিরকাল ফাঁকি দিয়ে গেছেন। এঁরা লড়েছেন, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে গড়ে উঠেছেন, সবসময় দল ও সংগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, সামনে থেকে সংগ্রামে হাতে-কলমে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তবুও তাদের এই পতন হল কেন? এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা নাকি? অথবা, অদৃশ্য কোনও বিষয়ের জন্য এই পতন ঘটল ? এ ধরনের চিন্তা তো পুরোপুরি অতীন্দ্রিয়বাদ। ব্যাপার হল যখন মানুষ ঐসব সূক্ষ্ম, খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, ক্ষতি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং পরিণামে দেখা যায় যে, একদিনের বিপ্লবী আরেকদিনের অধঃপতিত শোধনবাদী। একদিনের বস্তুবাদী সংগ্রামী মার্কসিস্ট, আরেকদিনের সাঁই বাবার চেলা...।

আমরা যখন অপরের এ ধরনের অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করি, তখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বা দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করি। এবং এ ধরনের অধঃপতনকে আমরা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখি না। আর, অধিকন্তু যে বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করি, তা হল, দল এ ধরনের ঘটনাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করছে কি না, বা একে রোখবার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম গড়ে তুলছে কি না। কারণ, (আমাদের) অধঃপতন ঘটাবার জন্য যে শক্তি সমাজ পরিবেশে কাজ করছে — যে শক্তি প্রতিমুহূর্তে দলের কর্মী ও নেতাদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছে, তা বড়ই প্রবল এবং বারবার আঘাত হানছে।

'বাস্তব জীবনের কঠিন চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না' — এ নিজের দুর্বলতাকে ভদ্রভাষায় আড়াল করার চেষ্টা মাত্র

যেগুলোকে আপনারা বলেন, "বাস্তব জীবনের চাপ, সমাজজীবনের

বাস্তবতা'' অথবা আপনি যখন বলেন, ''বাস্তব জীবনের চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না'', তখন সে কথার অর্থ কী? আসলে এ কথার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রাম — প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের উপর বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শের আক্রমণ। 'বাস্তব জীবনের কঠিন চাপে পড়ে আমি কিছু করতে পারি না' — এটা আসলে নিজের দুর্বলতাকে ভদ্র ভাষায় আড়াল করার প্রচেষ্টা মাত্র। আসলে, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের উপর বুর্জোয়াশ্রেণির চক্রান্ত ও আক্রমণের অন্যতম রূপ হল, আপনার উপর এরূপ বাস্তব জীবনের চাপ সৃষ্টি করা, যার ফলে আপনি পঙ্গু হয়ে যাবেন, মানসিক শক্তি ও পরিশ্রম করবার শক্তি হারাবেন।

তাহলে আপনি 'বাস্তব জীবনের চাপ' — এ কথা বলছেন কেন? আপনার স্বীকার করা উচিত যে, আপনি বুর্জোয়াদের এ জাতীয় আক্রমণ সম্পর্কে অবিদিত ছিলেন এবং একে প্রতিরোধ করার কথা ভাবেনইনি। আসলে বুর্জোয়াদের চক্রান্ত, তাদের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারা ও আদর্শ আপনার উপরে কাজ করছে। আপনি যদি সতর্ক থাকতেন, তাহলে বুঝতে সক্ষম হতেন যে, তাদের চক্রান্তেরই একটা দিক হল আপনাকে দুর্বল করা। আমরা অনেক বড় বড় বিষয় বুঝি, কিন্তু দুঃখের কথা হল, এই সোজা ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি না। এটাই প্রমাণ করে, আমরা কি রকম উপর উপর বুঝি। ....শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ বোঝা যায় না, বা এই বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র তখনই আপনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন, যখন আপনি জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রস ও আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে একে গ্রহণ করবেন এবং রক্ত-মাংসের সঙ্গে একে মেশাতে পারবেন।

আমাদের বোঝা উচিত, যে জিনিসগুলো আমাদের মানসিক কাঠামোর মধ্যে উদয় হচ্ছে, সেগুলো হয় শ্রমিক আন্দোলন, আর নয়তো বুর্জোয়া আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই সহজ বিষয়টা আমাদের গোলমাল হয়ে যায় কেন? যখন কারোর ভেতরে এরূপ মানসিকতা দেখা যায় যে, সে সবসময় হতাশা অনুভব করে এবং জীবনে কোনও কিছুর ভেতরেই কোনও উৎসাহ পায় না — তখন সে কি বোঝে যে, এই মানসিকতা তার উপর বুর্জোয়া আদর্শেরই প্রভাবের ফল এবং তা সর্বশেষ বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করে না? ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া আদর্শই এ ধরনের অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার জন্ম দেয়। কারণ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনও চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শই শ্রেণি উদ্দেশ্য, শ্রেণি স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হতে পারে না। শ্রেণি-চিন্তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, এরূপ কোনও মানসিকতা সমাজে থাকতে পারে কি?

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে, যৌনতাও শ্রেণি মানসিকতাবোধ থেকে মুক্ত নয়

এমনকী, যে যৌন আবেগ সম্পর্কে অনেক মানুষ মনে করে, এর মধ্যে আবার বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থ কীভাবে কাজ করতে পারে — কারণ, সমাজ যখন শ্রেণি বিভক্ত ছিল না, তখনও এই প্রেরণা কাজ করেছে, বা পশুদের মধ্যেও এ আবেগ কাজ করে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তা-ও শ্রেণি মানসিকতাবোধ থেকে মুক্ত নয়। যৌনতা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতাবোধ থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ আধুনিক যৌনতাবোধের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুধাবন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, যৌনতা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতাবোধ থেকে মুক্ত নয়।

অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব — যে রুচি, নীতি ও সংস্কৃতির পরোয়া করে না। এটা তার ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার উপর দাঁড়িয়ে নেই, এবং তাকে অন্যায়-আবদারের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করে ও তাকে যৌন দাসে পরিণত করে। স্ত্রী'র "সরষের তেল আমাকে কিনে দিতে হবে"-র মতোই "তুমি রাজনীতি করতে পারবে না"-এ আবদারটিও তাকে রক্ষা করতে হয়, তা রাজনীতি তার কাছে যত উন্নত ও মহৎ আবেদনই বহন করুক না কেন।

আবার, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একদল মানুষ আছেন, যাঁদের স্ত্রীরা, এ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনও হীন কাজ করতে অনুরোধ করলে তাদের যৌন আকর্ষণই চলে যায়। সুতরাং, এখানে যৌনতার দু'ধরনের 'কার্ভ (curve), দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এটাই প্রমাণ করে যে, যৌনতাও উৎপাদন সম্পর্ক ও শ্রেণিচিন্তা থেকে মুক্ত নয়...।

মমতা, অনুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা — এর কোনটাই খারাপ নয়, বা অমঙ্গলসূচক নয় — যদি আমরা এদের দুর্বলতা থেকে পৃথক করতে পারি, বা ধরতে পারি কখন দুর্বলতা এদের সঙ্গে মিশে থাকে। কারণ, প্রায়শই আমরা দুর্বলতাকে মমতা বলে ভুল করি। মমতার জন্য তো আদর্শহীন আচরণ করার কথা নয়। তার জন্য তো নীতি বিসর্জন দেওয়ার কথা নয়। যেমন ধার্মিকরা ধর্ম বিসর্জন দেয়নি, তেমনি বিপ্লবীরা তাদের আদর্শ ও বিপ্লব বিসর্জন দেয় না।...

বিপ্লবীর কাছে ব্যথা, হৃদয়াবেগ, ভাললাগা, ভালবাসা, মমতা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, ক্রোধ, ঘৃণা — সমস্ত কিছুরই একটা মানে আছে। এগুলো তার কাছে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। অন্তত কেউ বড় বিপ্লবী হলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারলে, বিপ্লবকে বুঝতে পারলে, তার বোঝা উচিত যে, ব্যক্তিগত কারণে তার মধ্যে এগুলোর প্রকাশ ঘটার কোনও মানে হয় না। যদি

ব্যক্তিগত কারণে তার মধ্যে এগুলোর প্রকাশ ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে, সে বড় বিপ্লবী নয়। এগুলো সাধারণ মানুষের হয়, আবার বিপ্লবীর মধ্যেও অনেকের হয়তো কখনও কখনও এ জিনিস ঘটতে পারে এবং ঘটে থাকে। এটা এ কারণেই ঘটে, যেহেতু আমরা এই সমাজ পরিবেশে থাকি, এবং এই সমাজের শ্রেণিসংগ্রামের, বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমরা নিয়ত আবর্তিত হই। এ সমাজের যে সমস্ত ক্লেদ আমরা ফেলে দিতে চাইছি, সেগুলো আমরা ফেলে দিতে চাইছি বলে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আমরা সেগুলো ফেলে দিতে পেরেছি — এমন ঘটে না। অথবা, এই সমস্ত ক্লেদ যারা ফেলেও দিতে পেরেছেন, তাদের মধ্যেও যে আবার এই সমাজের কাদামাটি জমছে না, বা প্রতি মুহূর্তে জমবার চেষ্টা করছে না, তা বলা যায় না। ফলে সেগুলো একটা মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের বিস্মৃত করে দিতে পারে, বা এই সমস্ত বাজে জিনিসের শিকার করে দিতে পারে। কিন্তু, একমাত্র সেই বিপ্লবীই তৎক্ষণাৎ এই জিনিস সামাল দিতে পারে, যার বিপ্লবের চেতনাটা পরিষ্কার, পরিস্ফূট ও প্রাঞ্জল — যে জলের মতন সব জিনিস দেখতে পায় এবং খবর পায় — যে সোজা কথাটা যেমন অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে পারে, তেমনি জটিল কথাটাও অত্যন্ত সহজভাবে ধরতে পারে। সত্যিকারের বিপ্লবী হলে তৎক্ষণাৎ বা অতি সত্বর এর অকার্যকরী দিকটা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, বিপ্লব ও পার্টি স্বার্থ ছাড়া বিপ্লবীর জীবনে এগুলোর অন্য কোনরূপ কার্যকরী তাৎপর্য নেই।...

আমরা জানি, ভালবাসা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভালবাসা মানুষের একটি উন্নততর হৃদয়বৃত্তি, এ আমাদের চরিত্রের ভিত্তি জোগায়, আমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ জাগায়, আমাদের মহৎ করে এবং একনিষ্ঠ সংগ্রামী হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ভালবাসার প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ধারণ করা দরকার। জীবনে একে গ্রহণ করার আগে এর মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ, ভালবাসাই জীবনের সব নয় — জীবনের একটা অংশ মাত্র এবং বিশেষ কোনও ভালবাসা সুন্দর কি কুৎসিত তাও বিচার্য বিষয়।...

বিপ্লবীর প্রিয়জনের জন্য যে ভালবাসা — তা জনগণ, বিপ্লব ও দেশের প্রতি তার বৃহত্তর ভালবাসারই অংশ মাত্র

কমিউনিস্টদের কাছে ভালবাসার যথার্থ তাৎপর্য কী?

আমাদের কমরেডদের প্রতি ভালবাসা, প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা, ও যে কোনও নরনারীর প্রতি ভালবাসা — এগুলোর যথার্থ চরিত্র বা স্বরূপ কী হওয়া উচিত? আমাদের বোঝা উচিত যে, জনগণ, বিপ্লব তথা দলের প্রতি আমাদের

যে বৃহত্তর ভালবাসা বা যে আবেগ, এগুলো তারই বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। ....সুতরাং, আমাদের ভালবাসা প্রয়োজন বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য, দলের অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য, অবশ্য যতক্ষণ দল যথার্থ বিপ্লবী দল হিসাবে বিরাজ করছে। এটাই বিপ্লবীর ভালবাসার যথার্থ অভিব্যক্তি এবং এইভাবেই তাকে বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করতে পারা যায়।

সুতরাং বিচার করে দেখতে হবে যে, আমাদের ভালবাসা, দলের বিপ্লবী আদর্শ ও উদ্দেশ্য বা নেতৃত্বের রুচি ও সংস্কৃতির যে ধারণা রয়েছে, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। যদি জীবনে ভালবাসা, দল ও বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য যে সংগ্রাম তারই অপরিহার্য অংশ হিসেবে আসে, একমাত্র তখনই তাকে আমরা গ্রহণ করব। যে ভালবাসা, দল ও বিপ্লবের প্রতি যে ভালবাসা, তার অঙ্গ হিসাবে আসে না, কমিউনিস্টদের কাছে তা পরিত্যাজ্য।

নীতিবোধের আর একটা দিক মনে রাখা দরকার।

যারা ভালবাসাকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করে বা অপরের সঙ্গে লড়ালড়িতে প্রবৃত্ত হয় এবং তার ফলে সামাজিক ঐক্যে, সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তারা চূড়ান্ত পরিণামে অধঃপতিত হতে বাধ্য। মানবতাবাদীরাও এ কাজকে ঘৃণ্য মনে করে এবং এটা কখনও করে না। যারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এ কাজ করে, তারা মানবতাবাদীও নয়, কমিউনিস্ট হওয়া তো দূরের কথা...।

প্রকৃত কমিউনিস্ট সদাসর্বদা বিপ্লবের চিন্তায় ডুবে থাকে

প্রত্যেক মানুষেরই পরিবার-পরিজন বা স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে। কিন্তু, আমার মনে হয়, বিপ্লবীর মানসিকতা এরকম হওয়া উচিত যে, বিপ্লবী যখন বিশ্রামও করেন বা বসে থাকেন, তখনও দল ও বিপ্লবের চিন্তাই তার মাথায় ভিড় করে থাকে। ধরুন, ভালবাসার পাত্রটি এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখে একটু হাসলেন, বা তাকে একটু আদর করলেন — ব্যস ঐ পর্যন্ত! এবং যখন সে চলে গেল, আবার আপনার মন দল ও বিপ্লবের চিন্তায় ডুবে রইল। কিন্তু, আমাদের বহু কমরেডের অন্যরকম মানসিকতা। যদি কোনও স্নেহের বা ভালবাসার ব্যাপার ঘটলো তো শুধু রাজনৈতিক কাজকর্মের সময়টুকু বাদ দিয়ে, বাকি সমস্ত সময়টাই তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার সমস্যাগুলো ভীড় করে থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা যদি একজন বিপ্লবী ঐগুলিই ভাবে, তাহলে বিপ্লবের চিন্তাটা মাথায় জায়গা নেবে কখন?

আমি বলি, এগুলি আছে — এগুলো অসুন্দর নয়, অকার্যকরীও নয়। কিন্তু, এগুলো জীবনে তখনই সুন্দর এবং অর্থবহ হয়, যখন যেভাবে বললাম, সেইভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এ বড় শক্তিশালী জিনিস। এবং এইভাবে মানুষ যখন তাকে গ্রহণ করে, তখন ভালবাসাও সুন্দর হয়। এ তখন মানুষকে ভিক্ষে করতে শেখায় না। এ তখন এমন প্যাটার্নে, এমন ধাতুতে গড়ে ওঠে যে এর ফলে একজন ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট সহ্য করার এক অজেয় শক্তির অধিকারী হয়।

...সুতরাং আমাদের মানসিকতা এমন হবে যে, আমরা সবসময় বিপ্লবের চিন্তায় নিজেদের মনকে নিয়োজিত করব...। বিপ্লবী দুঃখ পেতে পারে, যদি ভালবাসার পাত্র-পাত্রী তার বিপ্লবের সহগামী না হয় — সাময়িক একটু দুঃখ সে পেতে পারে। কিন্তু, সে জানে যে, এ বেদনা সাময়িক, বিপ্লবের আগুনে তা পুড়ে যাবে, এবং বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন নতুন সহকর্মী ও অসংখ্য ভালবাসার পাত্র-পাত্রী এসে তা দু'দিনেই মুছে দেবে, এবং তার হৃদয়কে অফুরন্ত ভালবাসায় ভরে দেবে।

মানুষের মন পরিবর্তনশীল — তার আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা — তাও পরিবর্তনশীল। সুতরাং বিপ্লবী কেন মমতা ও ভালবাসার দোহাই দিয়ে দুর্বলতার শিকার হবে বা তার জন্য দুঃখ ও বেদনা অনুভব করবে? যদি কোনও মানুষ মমতা ও ভালবাসার নামে, বা তারই জন্য, কর্তব্য পালন করার দোহাই দিয়ে বিপ্লবের প্রতি তার দায়িত্ব, কর্তব্যের কথা ভুলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, বুর্জোয়া শ্রেণিচিন্তা ও শ্রেণিস্বার্থই তার ওপর কাজ করছে। তা না হলে আমি আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, আমার আদর্শ ভুলে যাব কেন? অথবা, দুর্বলতার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করব কেন? আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা — এগুলি কি বিপ্লব বিরোধিতার জন্য? এরা বিপ্লবের সতীন নাকি? আমার আনন্দ দরকার বিপ্লবী হবার জন্য। আমার সুখ দরকার বিপ্লবী হওয়ার জন্যই। সুতরাং, আমার ভালবাসা, হৃদয়াবেগ, স্নেহ, মমতা — এ সবই দরকার বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য। অমানুষ হওয়ার মধ্যে কি সুখ আছে? সেটা কী সুখ? সে সুখে আমার দরকার কী?

সুতরাং, যদি আমরা সচেতন মানুষ হিসাবে এসব ভাবনা-চিন্তাগুলো খেয়াল করি, তা হলেই বুঝতে পারব যে, হৃদয়বৃত্তির মধ্যে এবং এমনকী যৌন অনুভূতি ও যৌন প্রক্রিয়ার মধ্যেও কীভাবে শ্রেণিচিন্তা, শ্রেণিমানসিকতা, শ্রেণিগত সংস্কারবোধ ও শ্রেণিগত পূর্বধারণাগুলো (preconception) কাজ করে। এবং তাঁরাই হলেন যথার্থ বিপ্লবী, প্রথম সারির কমিউনিস্ট, যাঁরা হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে, আচার-আচরণে, জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে — তা সে ব্যক্তিগত জীবনেই

হোক, কিংবা কোনও সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক — সর্বহারা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করেন। এই সর্বহারা শ্রেণি সংস্কৃতির মূল কথা কী? সর্বহারা সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? তাঁরা সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না, তা যথার্থ পরীক্ষা করতে হলে দেখা দরকার যে, নিজেদের তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন কি না। এই সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত বলতে তাদের সংস্কৃতিগত, রুচিগত ধারণা ও প্রাত্যহিক আচরণগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত।...

সুতরাং, কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হল, সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে, এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থে, বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সঙ্গে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম।...

আপনাদের মনে রাখা দরকার, কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এই বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে সংযোজিত করে গড়ে ওঠে। এই সংযোজন ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তা নাহলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের হাতিয়ার জনতার নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠনগুলো গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনে নেতাদের তো বটেই, এমনকী কর্মীদেরও সাধনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করেই এই বিপ্লবের প্রক্রিয়াটা গড়ে তোলা। এ একটি সর্বব্যাপক সংগ্রাম — জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন, এমনকী যৌনতা, ভালবাসা পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে ব্যাপ্ত করেই কমিউনিস্ট হওয়ার এই মহান সংগ্রাম।

আমরা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না যে, আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলো, ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ — অর্থাৎ, এক কথায় যে সমস্ত মূল্যবোধগুলো আজও প্রধানত সমাজে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে — সে সবগুলোই বুর্জোয়া মূল্যবোধ। একমাত্র সঠিক, সচেতন, বিরামহীন সংগ্রামের দ্বারা বুর্জোয়া মূল্যবোধের পরিবর্তে কমিউনিস্ট মূল্যবোধ ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে

সর্বহারাশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলি, তা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। এই সংগ্রাম পার্টির অভ্যন্তরে এবং বাইরেও এক বিরামহীন জীবন্ত সংগ্রামের রূপ নেওয়া দরকার। এরই সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভূমিকা, স্বরূপ ও বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতা দেশে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, এরূপ আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এখানে একটা কথা সবসময়ই মনে রাখা দরকার, এককভাবে দলের বাইরে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয় — যৌথ সংগ্রামই হচ্ছে এর একমাত্র গ্যারান্টি।

তাহলে, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে, মার্কসবাদী এবং বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে একটি সত্যিকারের জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করবে এবং পরিবর্তিত করবে।... পার্টির কোন না কোন গণ বা শ্রেণি সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখে ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সাথে একাত্ম করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী কর্মীতে পরিণত হতে পারে। এই সংগ্রামটিকে এড়িয়ে গিয়ে, কারোরই — তা তিনি যত বড় ক্ষমতাবান ব্যক্তিই হোন না কেন — কমিউনিস্ট হওয়ার উপায় নেই।

যাঁরা নিজেকে ও নিজেদের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, পরিবার ইত্যাদি নিজের সব কিছু দলের কাছে সমর্পণ করতে পারেন না, তাঁরা প্রথম সারির কমিউনিস্ট হতে পারেন না

...যাঁরা নিজেকে ও নিজেদের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, পরিবার ইত্যাদি নিজেদের সবকিছু, বিপ্লবের প্রয়োজনে হাসিমুখে, স্বেচ্ছায় ও নিঃশর্তভাবে দলের কাছে সমর্পণ করতে পারেন না, তাঁরা কখনও প্রথম সারির কমিউনিস্ট হতে পারেন না।...

কমরেডস, মনে রাখবেন, আপনাদের উপরে এক বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব, বিরাট ঐতিহাসিক কর্মভার ন্যস্ত হয়েছে। আপনারা যদি এ দায়িত্ব শুধুমাত্র কথার কথা হিসাবে না নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে নেন, তাহলে আপনাদের এই মৌলিক সত্যটি

অনুধাবন করতে হবে যে, ব্যক্তির বিকাশের কথা হোক, কল্যাণের কথা হোক, পরিবারগুলোর কল্যাণের প্রশ্ন হোক, কিম্বা দেশের মানুষকে এবং তাদের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মমতাকে অথবা শিল্পকলা ও বিজ্ঞানকে নৈতিক অধোগমন ও পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে চান, অর্থাৎ এককথায় আপনারা যদি সত্যিই সমাজকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণকে বাঁচাতে চান, তাহলে বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই।... আপনাদের এই সত্য অনুধাবন করতে হবে।

জীবনের সব দিককে ব্যাপ্ত করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ সত্য যত আপনারা উপলব্ধি করবেন, যত আপনাদের বোঝা প্রোজ্জ্বল হবে, ও মানসিক দৃঢ়তা বাড়বে, তত আপনারা সক্রিয় রাজনৈতিক উদ্যম নিতে সক্ষম হবেন। এবং তখনই আপনারা আপনাদের ভেতর যথার্থ ও খাঁটি কমিউনিস্ট চরিত্র, যেটি এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের কাছে বললাম এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, যা আমাদের দলের প্রথম সারির সকল নেতারই আছে — তা আপনাদের সকলের মধ্যে গড়ে উঠবে। কমরেডস, শপথ নিন, নিজেকে যথার্থ ও খাঁটি কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলুন এবং ইতিহাস যে মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পণ করেছে, তা পালন করুন।

জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি আলোচনার কিছু অংশ সংকলিত করে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় দলের ইংরেজি মুখপত্র প্রলেটারিয়ান এরা-র ১৯৮০ সালের ৫ আগস্ট সংখ্যায়। সামান্য পরিবর্তন করে পুস্তিকাকারে প্রথমে ইংরেজি ও পরে বাংলায় প্রকাশিত হয়। যে আলোচনাগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল — ১) পার্টি ক্লাস, ২৪ অক্টোবর, ১৯৬৯, ২) শিক্ষাশিবির, ২-৫ জুলাই, ১৯৭৩, ৩) শিক্ষাশিবির, মার্চ, ১৯৭৩, ৪) শিক্ষাশিবির, ১১-১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, ৫) কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল, ৬) কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে।